দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... MAR 01 2000 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

39

টাঙ্গাইলে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছেনি

প্রাথমিক শিক্ষায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চলতি শিক্ষাবর্ষের পৌনে দুই মাসের বেশি সময় চলে গেলেও জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এখনো পাঠ্যবই পায়নি। বইয়ের অভাবে জেলার আড়াই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর পড়ালেখায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার বাড়ছে। সরকারের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরসূত্রে জানা গেছে, জেলায়. সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ৪, লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট যথাসময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ১০ লাখ ৬০ হাজার ৮শ' ৯৯টি বই চাওয়া হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত চাহিদার মাত্র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩ লাখ ৮১ হাজার ৫শ' ৫৬টি বই সরবরাহ করে। বাকি বই দেই দিচ্ছি করেও সরবরাহ করা হয়নি। সরবরাহকৃত বইগুলো বিদ্যালয়সমূহে বিতরণ করা হয়েছে। এতে দেড় লাখ শিক্ষার্থী বই পেলেও আড়াই লাখ শিক্ষার্থী এখনো বই পায়নি। এর ফলে এ পর্যন্ত তারা নতুন শ্রেণীর পড়ালেখাই শুরু করতে পারেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত মধুপুর থানায় চাহিদা অনুযায়ী ১ লাখ ৯১ হাজার ৭শ' ৮৭টি বইয়ের মধ্যে ৬০ হাজার ১শ'টি, গোপালপুরে ১ লাখ ১৭ হাজার/ ৬৯টি বইয়ের মধ্যে ৫৪ হাজার ২শ'টি, ঘাটাইলে ১লাখ ৫৪ হাজার ৬শ' ২০টি বইয়ের মধ্যে ৬২ হাজার ৭শ'টি, কালিহাতিতে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৩শ'টি বইয়ের মধ্যে ৬৩ হাজারটি, ভূয়াপুরে ৯০ হাজার ৪শ' ৮৬টি বইয়ের মধ্যে ২২ হাজার ৬শ' ৯৩টি, দেলদুয়ারে ৭৩ হাজার ৪শ'টি বইয়ের মধ্যে ২৮ হাজার ৩শ'টি, নাগরপুরে ১ লাখ ১০ হাজার ৩৬টি বইয়ের মধ্যে ৫৬ হাজার ৪শ'টি, মির্জাপুরে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৮শ' ৬৯টি বইয়ের মধ্যে ৫৮ হাজার ২শ'টি, বাসাইলে ৬৪ হাজার ২শ' ১০টি বইয়ের মধ্যে ১৫ হাজার ৮শ'টি, সখিপুরে ১ লাখ ৪১ হাজার ২শ' ৮৩টি বইয়ের মধ্যে ৪৮ হাজারটি এবং টাঙ্গাইল সদরে ১ লাখ ৭০ হাজার ৯শ' ২৮টি বইয়ের মধ্যে ৮৯ হাজার ২শ'টি বই সরবরাহ করা হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানানো হয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বই সরবরাহ না করলে কিছুই করার নেই।

জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকরা জানান, চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ বই সরবরাহ করায় বই নিয়ে তারা বিপাকে পড়েছেন। কারণ কাকে বাদ দিয়ে কাকে বই দেবেন এটা অনেকেই স্থির করতে পারছেন না। এর ফলে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে এখনো বই বিতরণই করা হয়নি। যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর একাংশের মধ্যে বই বিতরণ করা হয়েছে সেখানে বই না পাওয়া বহু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। এতে আশংকাজনকভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার উপক্রম হয়েছে। শিক্ষকরা জানান, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এ দু শ্রেণীর বই-ই সবচেয়ে কম সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ধরে রাখা যাচ্ছে না। বই দিতে দেরি হওয়ায় চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তিও কম হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।